পৃথিবীতে কালে কালে যুগে যুগে অনেকে এসেছেন মানুষকে স্বর্গের পথ দেখাতে। সৃষ্টিকর্তা কেমন, তাঁকে পাওয়া যায় কিভাবে, কোন পথে যেতে হবে এসব তারা বলেছেন। তারা হলেন অবতার, পথ প্রদর্শক বা পরম করুণাময়ের প্রতিনিধি। তাদেরকে সেই জীবন নৌকার মাঝিও বলা হয়েছে, যারা নাকি আমাদের এই জীবন সাগর পার করে ওপারে সেই অপার আনন্দের দেশে নিয়ে যাবেন। যদি কোন ছেঁড়া কাপড় চোপড় পরা, ভবঘুরে ধরনের লোক এসে আপনাকে বলে যে, সে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এসেছে আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। আপনি নিশ্চয় বুঝবেন যে, সে হয় পাগল, নয়তো প্রতারক ও ঠগবাজ। খবরের কাগজে প্রায়ই এ ধরনের প্রতারকদের সম্পর্কে লেখা হয়, যারা মিথ্যা ভাবে সরকারী বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেজে লোকদের ঠকানোর চেষ্টা করে ধরা পড়ে। যিনি দেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হবেন তার অবশ্যই থাকবে উপযুক্ত পরিচয়পত্র এবং যোগ্যতা।

সারা বিশ্বের প্রভু বা মালিক যিনি, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে যিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে আসবেন, তাঁর অবশ্যই থাকতে হবে উপযুক্ত যোগ্যতা, গুণাবলী ও ক্ষমতা। এই প্রতিনিধির জীবন, আচার-আচরণ, চরিত্র এসব কিছুই হতে হবে সৃষ্টিকর্তার মত, থাকতে হবে কথায় কাজে মিল। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা পরম করুণাময়ের জীবন ও যোগ্যতাগুলির অদ্ভুত মিল দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তা যেমন তেমনই যীশু খ্রীষ্টও পবিত্র, নিষ্কাম, জীবন দাতা ও জীবন্ত। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল অলৌকিকভাবে।

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে, এই ঠিকানায় খোঁজ করবেন,

মিডিয়া আউটরিচ, পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০

ই-মেইল: mediaoutreach.ag@gmail.com

Web: www.mediaoutreachbd.com

BEN 01

ঘূর্ণী

ভরা ভাদ্র। নদী কানায় কানায় ভরে উঠেছে। সুদূরে কোন পাহাড়-পর্বত ধোয়া ঘোলা পানি তর তর করে বয়ে যাচ্ছে। এই নদীর পানিতে কত কি দূর থেকে ভেসে আসে? ভাল কিছু হলে ছেলেরা সাঁতরে ধরে নিয়ে আসে। একবার একটি কলাগাছ এক কাদি কলা সমেত ভেসে যাচ্ছিল। বেলা তখন এগারোটা। অনেকেই নদীর ঘাটে গোসল করার জন্য জমা হয়েছে। কলা গাছটি দেখতে পেয়ে করিম ও রহিম পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। যে আগে ধরতে পারবে কলা কাদি তারই হবে। তাই তারা তর তর করে এগিয়ে চললো। করিম রহিমের থেকে বলিষ্ঠ, সাঁতার কাটেও ভাল। সে রহিমের থেকে হাত পাঁচেক আগে যাচ্ছিরো। কলাগাছ স্রোতের টানে কিন্তু বেল এগিয়ে গিয়েছিল। করিম ধরে আর কি। এমন সময় একটা ঘূর্ণীর মধ্যে সে পড়ে গেলো। প্রথমে সে অতটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বুঝলো যে, সে এগুতে পারছে না। কলাগাছ দুরে চলে যাচ্ছে। এর পর চললো, ঘূর্ণীয় সঙ্গে করিমের আপ্রাণ যুদ্ধ। উত্তম সাতারুর মত সে চেষ্টা করলো। কিন্তু ক্রমেই যেন কি শক্তি তাকে পানির তলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে রহিম এগিয়ে গেল কলা গাছের দিকে। গাছটি ধরে রহিম যখন ফিরে চাইলো করিমের কি হলো দেখবার জন্য, সে দেখতে পেল যে করিম ঘূর্ণীর চাপে তলিয়ে যাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যে বিরাট ঘূর্ণী ধীরে ধীরে করিমকে চেপে পানির তলায় নিয়ে গেল। করিমের কথা ভাবতে আমাদের মনে ব্যথা লাগে। আহা! সোনার চাঁদ ছেলে, দেখতে দেখতে পানিতে তলিয়ে গেল। বন্ধু! আজ এই জগতের পাপ ও অধর্মের ঘূর্ণীতে কত শত লোক প্রতিদিন রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে তা কি ভেবে দেখেছেন? মানুষ ঝাঁপ দেয় কামনার বস্তুটি লাভ করবার জন্য ঝাঁপ দেবার সময়ে একবার ভাবে না যে, সে তলিয়ে যেতে পারে ঘূর্ণীতে। তখন তার সামনে কামনার বস্তু এত বড় হয়ে উঠে যে, সে অন্ধ হয়ে যায়। ভাববার আর সবুর তার সয় না। নিজের সাঁতার কাটবার শক্তি, নিজের বল, নিজের বুদ্ধি, নিজের অর্থ সামর্থ্যের উপর মানুষ কত নির্ভর করে। কিন্তু তারা বুঝে না যে ঘূর্ণীর চাপে ও পাপের স্রোতের টানের কাছে তার বল-বুদ্ধি ইত্যাদি সবই ব্যর্থ। বাইবেল বলে-"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। পরে কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়" –যাকোব ১:১৪-১৫।

এই কামনার বশবর্তী হয়ে আমরা কত পাপ করি। বাইবেল বলে –"সকলেই পাপ করিয়াছে" –রোমীয় ৩:২৩। "পাপের বেতন মৃত্যু" রোমীয় ৬:২৩। এই মৃত্যু শুধু দৈহিক মৃত্যু নয়, কিন্তু এই মৃত্যু দ্বারা মানুষ চিরকালের জন্য যা কিছু ভাল, যা কিছু আলোকময়, যা কিছু সুন্দর, তাঁর থেকে ও ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘূর্ণী থেকে যেমন নিজের চেষ্টায় বাঁচা যায় না, এখানে বল বুদ্ধি, অর্থ সামর্থ, ধর্ম, সবই বিফল হয়।

জগতের কোন মানুষ কোন বন্ধু কি প্রিয়জন, কি গুরু পুরোহিত কেউই এখানে বাঁচাতে পারে না। দূরে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে পারেন, সহানুভূতি জানাতে পারেন, কিন্তু বাঁচাবার শক্তি কারোর নেই। মানুষের সম্পূর্ণ অক্ষম অবস্থা ও অসহায়তা দেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানবের সৃষ্টিকর্তা মানুষকে বাঁচাতে এই পাপময় পৃথিবীতে আজ হতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলে ছিলেন, "আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায়।" মানুষকে উপদেশ দিতে, বা একটা ধর্ম স্থাপন করতে তিনি আসেননি। তিনি জীবন দিতে এসেছিলেন। জগতে ধর্মের অভাব নেই, জীবন গেলে মানুষ তবে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে পারবে।

মানুষকে কামনায় ঘূর্ণী ও পাপের আবর্ত থেকে বাঁচাতে তিনি তাদের জন্য প্রাণ দিলেন। নিজে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ছিলেন বলেই তিনি সকল পাপী মানুষের পাপভার বহন করলেন। শাস্ত্রে আছে "তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ হইলেন, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন" যিশা ৫৩:৫। "রক্ত সেচন ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না" ইব্রীয় ৯:২২। এই জন্য তিনি তাঁর পবিত্র রক্ত সেচন করলেন। মৃত্যুর তিন দিন পরে যীশু পুনর্জীবিত হলেন ও পাপেঅআবর্তে ঘূর্ণী থেকে মানুষকে টেনে তুললেন। তিনি আজ জীবিত আছেন। তাতে বিশ্বাস করে তাঁকে ডাকলে তিনি আপনাকে উদ্ধার করবেন। তাই যদি আপনি আপনার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে পাপ স্বীকার ও যীশুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং তাবে আপনার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তারুপে হৃদয়ে গ্রহণ করেন। তবে তিনি আপনাকে মুক্ত করে শান্তি ও অনন্ত জীবন দেবেন।

একদিন পথে একজন মহিলাকে দেখলাম যিনি তার ব্যাগ-জিনিস পত্র নিয়ে কোথাও রওনা দিয়েছেন। হয়ত ট্রেনে বা বাসে যাবেন রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটি অল্প বয়সের ছেলে আসলো রিক্সা চালিয়ে, কিন্তু মহিলা সে রিক্সায় উঠলেন না স্বাভাবিক ভাবে বুঝলাম ঐ ছেলেটির উপর তিনি নির্ভর করতে পারছেন না-যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটায়? একটু পরে আসলো একজন বয়োবৃদ্ধ লোক। কিন্তু এবারও যাত্রি রিক্সা নিলেন না। কি জানি পথে যদি দেরি হয়ে যায়? শেষ পর্যন্ত একজন শক্ত সামর্থ রিক্সাওয়ালাকে পেয়ে গেলেন ভদ্র মহিলা, খুশি মনে তার রিক্সায় উঠে বসলেন। এবার তিনি বুঝলেন তার যাত্রা নিশ্চিত ও নিরাপদ।

ঘূর্ণী

ভরা ভাদ্র। নদী কানায় কানায় ভরে উঠেছে। সুদূরে কোন পাহাড়-পর্বত ধোয়া ঘোলা পানি তর তর করে বয়ে যাচ্ছে। এই নদীর পানিতে কত কি দূর থেকে ভেসে আসে? ভাল কিছু হলে ছেলেরা সাঁতরে ধরে নিয়ে আসে। একবার একটি কলাগাছ এক কাদি কলা সমেত ভেসে যাচ্ছিল। বেলা তখন এগারোটা। অনেকেই নদীর ঘাটে গোসল করার জন্য জমা হয়েছে। কলা গাছটি দেখতে পেয়ে করিম ও রহিম পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো। যে আগে ধরতে পারবে কলা কাদি তারই হবে। তাই তারা তর তর করে এগিয়ে চললো। করিম রহিমের থেকে বলিষ্ঠ, সাঁতার কাটেও ভাল। সে রহিমের থেকে হাত পাঁচেক আগে যাচ্ছিরো। কলাগাছ স্রোতের টানে কিন্তু বেল এগিয়ে গিয়েছিল। করিম ধরে আর কি। এমন সময় একটা ঘূর্ণীর মধ্যে সে পড়ে গেলো। প্রথমে সে অতটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সে বুঝলো যে, সে এগুতে পারছে না। কলাগাছ দুরে চলে যাচ্ছে। এর পর চললো, ঘুর্ণীয় সঙ্গে করিমের আপ্রাণ যুদ্ধ। উত্তম সাতারুর মত সে চেষ্টা করলো। কিন্তু ক্রমেই যেন কি শক্তি তাকে পানির তলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে রহিম এগিয়ে গেল কলা গাছের দিকে। গাছটি ধরে রহিম যখন ফিরে চাইলো করিমের কি হলো দেখবার জন্য, সে দেখতে পেল যে করিম ঘুর্ণীর চাপে তলিয়ে যাচ্ছে। অল্পক্ষণের মধ্যে বিরাট ঘুর্ণী ধীরে ধীরে করিমকে চেপে পানির তলায় নিয়ে গেল। করিমের কথা ভাবতে আমাদের মনে ব্যথা লাগে। আহা! সোনার চাঁদ ছেলে, দেখতে দেখতে পানিতে তলিয়ে গেল। বন্ধু! আজ এই জগতের পাপ ও অধর্মের ঘূর্ণীতে কত শত লোক প্রতিদিন রসাতলে তলিয়ে যাচ্ছে তা কি ভেবে দেখেছেন? মানুষ ঝাঁপ দেয় কামনার বস্তুটি লাভ করবার জন্য ঝাঁপ দেবার সময়ে একবার ভাবে না যে, সে তলিয়ে যেতে পারে ঘূর্ণীতে। তখন তার সামনে কামনার বস্তু এত বড় হয়ে উঠে যে, সে অন্ধ হয়ে যায়। ভাববার আর সবুর তার সয় না। নিজের সাঁতার কাটবার শক্তি, নিজের বল, নিজের বুদ্ধি, নিজের অর্থ সামর্থ্যের উপর মানুষ কত নির্ভর করে। কিন্তু তারা বুঝে না যে ঘূর্ণীর চাপে ও পাপের স্রোতের টানের কাছে তার বল-বুদ্ধি ইত্যাদি সবই ব্যর্থ। বাইবেল বলে-"প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়। পরে কামনা সগর্ভা হইয়া পাপ প্রসব করে, এবং পাপ পরিপক্ক হইয়া মৃত্যুকে জন্ম দেয়" –যাকোব ১:১৪-১৫।

এই কামনার বশবর্তী হয়ে আমরা কত পাপ করি। বাইবেল বলে –"সকলেই পাপ করিয়াছে" –রোমীয় ৩:২৩। "পাপের বেতন মৃত্যু" রোমীয় ৬:২৩। এই মৃত্যু শুধু দৈহিক মৃত্যু নয়, কিন্তু এই মৃত্যু দ্বারা মানুষ চিরকালের জন্য যা কিছু ভাল, যা কিছু আলোকময়, যা কিছু সুন্দর, তাঁর থেকে ও ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ঘুর্ণী থেকে যেমন নিজের চেষ্টায় বাঁচা যায় না, এখানে বল বুদ্ধি, অর্থ সামর্থ, ধর্ম, সবই বিফল হয়।

জগতের কোন মানুষ কোন বন্ধু কি প্রিয়জন, কি গুরু পুরোহিত কেউই এখানে বাঁচাতে পারে না। দূরে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতে পারেন, সহানুভূতি জানাতে পারেন, কিন্তু বাঁচাবার শক্তি কারোর নেই। মানুষের সম্পূর্ণ অক্ষম অবস্থা ও অসহায়তা দেকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা মানুষকে বাঁচাতে এই পাপময় পৃথিবীতে আজ হতে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলে ছিলেন, "আমি আসিয়াছি যেন তাহারা জীবন পায়।" মানুষকে উপদেশ দিতে, বা একটা ধর্ম স্থাপন করতে তিনি আসেননি। তিনি জীবন দিতে এসেছিলেন। জগতে ধর্মের অভাব নেই, জীবন গেলে মানুষ তবে ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে পারবে।

মানুষকে কামনায় ঘুর্ণী ও পাপের আবর্ত থেকে বাঁচাতে তিনি তাদের জন্য প্রাণ দিলেন। নিজে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক ছিলেন বলেই তিনি সকল পাপী মানুষের পাপভার বহন করলেন। শাস্ত্রে আছে "তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ হইলেন, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন" যিশা ৫৩:৫। "রক্ত সেচন ব্যতিরেকে পাপের মোচন হয় না" ইব্রীয় ৯:২২। এই জন্য তিনি তাঁর পবিত্র রক্ত সেচন করলেন। মৃত্যুর তিন দিন পরে যীশু পুনর্জীবিত হলেন ও পাপেঅআবর্তর্ত ঘুর্ণী থেকে মানুষকে টেনে তুললেন। তিনি আজ জীবিত আছেন। তাতে বিশ্বাস করে তাঁকে ডাকলে তিনি আপনাকে উদ্ধার করবেন। তাই যদি আপনি আপনার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে পাপ স্বীকার ও যীশুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং তাবে আপনার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তারুপে হৃদয়ে গ্রহণ করেন। তবে তিনি আপনাকে মুক্ত করে শান্তি ও অনন্ত জীবন দেবেন।

একদিন পথে একজন মহিলাকে দেখলাম যিনি তার ব্যাগ-জিনিস পত্র নিয়ে কোথাও রওনা দিয়েছেন। হয়ত ট্রেনে বা বাসে যাবেন রিক্সার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। একটি অল্প বয়সের ছেলে আসলো রিক্সা চালিয়ে, কিন্তু মহিলা সে রিক্সায় উঠলেন না স্বাভাবিক ভাবে বুঝলাম ঐ ছেলেটির উপর তিনি নির্ভর করতে পারছেন না-যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটায়? একটু পরে আসলো একজন বয়োবৃদ্ধ লোক। কিন্তু এবারও যাত্রি রিক্সা নিলেন না। কি জানি পথে যদি দেরি হয়ে যায়? শেষ পর্যন্ত একজন শক্ত সামর্থ রিক্সাওয়ালাকে পেয়ে গেলেন ভদ্র মহিলা, খুশি মনে তার রিক্সায় উঠে বসলেন। এবার তিনি বুঝলেন তার যাত্রা নিশ্চিত ও নিরাপদ।

পৃথিবীতে কালে কালে যুগে যুগে অনেকে এসেছেন মানুষকে স্বর্গের পথ দেখাতে। সৃষ্টিকর্ত্তা কেমন, তাঁকে পাওয়া যায় কিভাবে, কোন পথে যেতে হবে এসব তারা বলেছেন। তারা হলেন অবতার, পথ প্রদর্শক বা পরম করুণাময়ের প্রতিনিধি। তাদেরকে সেই জীবন নৌকার মাঝিও বলা হয়েছে, যারা নাকি আমাদের এই জীবন সাগর পার করে ওপারে সেই অপার আনন্দের দেশে নিয়ে যাবেন। যদি কোন ছেঁড়া কাপড় চোপড় পরা, ভবঘুরে ধরনের লোক এসে আপনাকে বলে যে, সে দেশের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে এসেছে আপনাকে তার কাছে নিয়ে যাবে। আপনি নিশ্চয় বুঝবেন যে, সে হয় পাগল, নয়তো প্রতারক ও ঠগবাজ। খবরের কাগজে প্রায়ই এ ধরনের প্রতারকদের সম্পর্কে লেখা হয, যারা মিথ্যা ভাবে সরকারী বা কোন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেজে লোকদের ঠকানোর চেষ্টা করে ধরা পড়ে। যিনি দেশের রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি হবেন তার অবশ্যই থাকবে উপযুক্ত পরিচয়পত্র এবং যোগ্যতা।

সারা বিশ্বের প্রভু বা মালিক যিনি, তাঁর প্রতিনিধি হয়ে যিনি আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে আসবেন, তাঁর অবশ্যই থাকতে হবে উপযুক্ত যোগ্যতা, গুণাবলী ও ক্ষমতা। এই প্রতিনিধির জীবন, আচার-আচরণ, চরিত্র এসব কিছুই হতে হবে সৃষ্টিকর্তার মত, থাকতে হবে কথায় কাজে মিল। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমরা পরম করুণাময়ের জীবন ও যোগ্যতাগুলির অদ্ভুত মিল দেখতে পাই। সৃষ্টিকর্তা যেমন তেমনই যীশু খ্রীষ্টও পবিত্র, নিষ্কাম, জীবন দাতা ও জীবন্ত। যীশু খ্রীষ্টের জন্ম হয়েছিল অলৌকিকভাবে।

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে, এই ঠিকানায় খোঁজ করবেন,
মিডিয়া আউটরিচ, পোষ্ট বক্স-৭০০, ঢাকা-১০০০
ই-মেইল: mediaoutreach.ag@gmail.com
Web: www.mediaoutreachbd.com